ঊনচল্লশিতম পদ—ঊনত্রশিতম সংখ্যার গুপ্ত ইতিহাস

ইহষ্কিলে সংখ্যা দশ

Jeff Pippenger
2026-08-31

যিহিষ্কেলে গ্রন্থে বহু বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ ভাববাণীমূলক রেখা ও সত্য বিদ্যমান। মন্দিরের অন্তর্গত ভাববাদীদের বাইবেলীয় চিত্রণগুলির মধ্যে, যিহিষ্কেলেই সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে চাকার মধ্যে চাকার পরিচয় প্রদান করেন। সিস্টার হোয়াইটের মতে, ঐ চাকাগুলি মানবীয় কার্যকলাপের জটিল পারস্পরিক ক্রিয়াকে উপস্থাপন করে, যা পরবর্তী বৃষ্টির সময়কার ঘটনাবলির ধারাবাহিকতাকে চিত্রিত করে। ঐ ঘটনাগুলি ভাববাদীর দ্বারা উপস্থাপিত হয়, যখন তিনি একটি অভিনীত উপমার মধ্যে নিজেই ভাববাণীর অংশে পরিণত হন; যেমন, চতুর্থ অধ্যায়ে যিরূশালেম অবরোধের চিত্রণে যিহিষ্কেল তাঁর বাম, পরে ডান পাশে শয়ন করেন। এছাড়াও তেরোটি নির্দিষ্ট তারিখ আছে, যা যিহিষ্কেলের ইতিহাসের রূপরেখা প্রদান করে, এবং এভাবে সেই পরবর্তী বৃষ্টির সময়পর্বের পথচিহ্নসমূহ নির্দেশ করে, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলমোহর করা হয়। সত্যসমূহ কেবল তারিখের মাধ্যমে নয়, বরং সতেরো, উনিশ, পঁচিশ, সত্তর, চল্লিশ, তিন শত নব্বই এবং অবশ্যই ত্রিশ—এই সংখ্যাগুলির মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। আরেকটি সংখ্যা, যা সম্ভবত যিহিষ্কেলে গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা, তা হলো এক শত পঞ্চাশ। তবু এক শত পঞ্চাশ সংখ্যা যিহিষ্কেলে গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তথাপি, পঙ্‌ক্তির উপর পঙ্‌ক্তি—তা সেখানে আছে।

একশ পঞ্চাশ সংখ্যাটি অবরোধের রেখার মধ্যে ভাববাণীমূলকভাবে নিহিত রয়েছে, এবং অবরোধ একটি স্বতন্ত্র ভাববাণীমূলক রেখা; অথবা যদি আপনি চান, অবরোধ একটি চিক্র। ইতিহাসের একটি ভাববাণীমূলক রেখার সর্বদা একটি আলফা ও একটি ওমেগা থাকবে, এবং সেই কারণে রেখার শুরু ও শেষে আলফা ও ওমেগার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিনিধিত্ব করতে হবে; তা না হলে তা কোনো রেখাই নয়। অবরোধের আলফা-ঘটনা ছিল ইযেকিয়েলের স্ত্রীর মৃত্যু, এবং অবরোধের সমাপ্তি ছিল খ্রিষ্টের কেরের মৃত্যু, যা যিরূশালেমের ধ্বংসের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে।

> আর আমি যোহন পবিত্র নগরী, নতুন যিরূশালেমকে, স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে অবতরণ করিতে দেখিলাম, যাহা আপন স্বামীর জন্য অলঙ্কৃত কনের ন্যায় প্রস্তুত ছিল। আর আমি স্বর্গ হইতে এক মহান স্বর শুনিলাম, যাহা বলিতেছিল, দেখ, ঈশ্বরের আবাস মানুষের সহিত, এবং তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে, এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদের সহিত থাকিবেন, এবং তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। আর ঈশ্বর তাহাদের চক্ষু হইতে সমস্ত অশ্রু মুছাইয়া দিবেন; এবং আর মৃত্যু থাকিবে না, শোকও না, ক্রন্দনও না, বেদনাও আর থাকিবে না; কারণ পূর্বের বিষয় সকল লুপ্ত হইয়াছে। আর যিনি সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বলিলেন, দেখ, আমি সমস্তই নূতন করিতেছি। আর তিনি আমাকে বলিলেন, লিখ; কারণ এই বাক্য সকল সত্য ও বিশ্বস্ত। আর তিনি আমাকে বলিলেন, সম্পন্ন হইয়াছে। আমিই আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত। যে তৃষিত, আমি তাহাকে জীবন-জলের উৎস হইতে বিনামূল্যে পান করিতে দিব। যে জয়ী হয়, সে সমস্ত কিছুর অধিকারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব, এবং সে আমার পুত্র হইবে। কিন্তু

> ভীরু, অবিশ্বাসী, ঘৃণিত, হত্যাকারী, ব্যভিচারী, মায়াবিদ্যাচারী, প্রতিমাপূজক, এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ সেই হ্রদে হইবে, যাহা অগ্নি ও গন্ধকে জ্বলিতেছে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু। পরে সেই সাত স্বর্গদূতের মধ্যে একজন আমার নিকট আসিলেন, যাহাদের কাছে সাত শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সাত পাত্র ছিল, এবং তিনি আমার সহিত কথা কহিয়া বলিলেন, এদিকে এস; আমি তোমাকে কনেকে, অর্থাৎ মেষশাবকের স্ত্রীকে, দেখাইব। প্রকাশিত বাক্য ২১:২–৯।

অবরোধের সূচনাতেই ইজেকিয়েলের স্ত্রী মারা যান, এবং সেখানে তাঁকে ইজেকিয়েলের "চোখের আকাঙ্ক্ষা" বলে অভিহিত করা হয়েছে; আর একই অধ্যায়ে বর্ণিত যিরূশালেমের ধ্বংসের প্রসঙ্গে, যিরূশালেমকে ইস্রায়েলের "চোখের আকাঙ্ক্ষা" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> পুনরায় নবম বৎসরে, দশম মাসে, মাসের দশম দিনে, সদাপ্রভুর বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ... সদাপ্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মনুষ্যপুত্র, দেখ, আমি এক আঘাতে তোমার চক্ষুর আকাঙ্ক্ষাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছি; তথাপি তুমি শোক করবে না, ক্রন্দন করবে না, এবং তোমার অশ্রু গড়িয়ে পড়বে না। নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলো, মৃতের জন্য কোনো বিলাপ করো না; তোমার মস্তকে পাগড়ি বেঁধে রাখো, তোমার পায়ে জুতা পরো, তোমার ওষ্ঠ আচ্ছাদিত করো না, এবং লোকদের শোকের রুটি ভক্ষণ করো না। অতএব আমি সকালে লোকদের সঙ্গে কথা বললাম; আর সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী মারা গেলেন; এবং আমি পরদিন সকালে আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছিল, সেইরূপই করলাম। তখন লোকেরা আমাকে বলল, তুমি যা করছ, এই বিষয়গুলি আমাদের জন্য কী অর্থ বহন করে, তা কি তুমি আমাদের জানাবে না?
>
> তখন আমি তাদের উত্তর দিলাম, সদাপ্রভুর বাক্য আমার কাছে এসে বলল, ইস্রায়েলের গৃহকে বলো, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন: দেখো, আমি আমার পবিত্রস্থানকে অপবিত্র করব—তোমাদের শক্তির গৌরব, তোমাদের চোখের আকাঙ্ক্ষা, এবং যা তোমাদের প্রাণের প্রিয়; আর তোমাদের যেসব পুত্র ও যেসব কন্যাকে তোমরা রেখে গিয়েছ, তারা তরবারির আঘাতে পতিত হবে। আর তোমরা আমার মতোই করবে: তোমরা তোমাদের ওষ্ঠ আচ্ছাদন করবে না, এবং লোকদের রুটি ভক্ষণ করবে না। তোমাদের পাগড়ি তোমাদের মাথায় থাকবে, এবং তোমাদের জুতা তোমাদের পায়ে থাকবে; তোমরা শোক করবে না, বিলাপও করবে না; বরং নিজেদের অপরাধে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, এবং একে অন্যের প্রতি ক্রন্দন করবে।
>
> অতএব যিহিষ্কেল তোমাদের জন্য এক চিহ্নস্বরূপ; তিনি যা কিছু করেছেন, তোমরাও সেই অনুসারেই করবে; এবং যখন এটি ঘটবে, তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু সদাপ্রভু। আর হে মনুষ্যসন্তান, যেদিন আমি তাদের নিকট থেকে তাদের শক্তি, তাদের গৌরবের আনন্দ, তাদের চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা, এবং যাহার উপরে তারা মন স্থাপন করে, অর্থাৎ তাদের পুত্র ও কন্যাদের, কেড়ে নেবে, সেই দিনে কি এমন হবে না যে, যে ব্যক্তি রক্ষা পেয়ে পালিয়ে যাবে, সে তোমার কাছে এসে তোমার কানে এ সংবাদ শোনাবে? সেই দিনে যে পলাতক, তার প্রতি তোমার মুখ খুলে দেওয়া হবে, এবং তুমি কথা বলবে, আর আর বোবা থাকবে না; এবং তুমি তাদের কাছে এক চিহ্নস্বরূপ হবে; আর তারা জানবে যে আমিই সদাপ্রভু। যিহিষ্কেল ২৪:১, ১৫–২৭।

অবরোধের আলফা হলো ইজেকিয়েলের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মৃত্যু, এবং ওমেগা হলো ইস্রায়েলের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মৃত্যু।

শোনা, কিন্তু না-শোনা

পাঁচটি ক্ষেত্রে প্রবীণরা বা জনগণকে কোনো না কোনোভাবে ইযকেয়িলের কথা শুনছে বলে চিত্রিত করা হয়েছে। ইযকেয়িলে 8:1-এ যিহূদার প্রবীণরা তাঁর সামনে বসে। ইযকেয়িলে 14:1-এ প্রবীণরা এসে তাঁর সামনে বসে। ইযকেয়িলে 20:1-এ ইস্রায়েলের প্রবীণরা সদাপ্রভুর অনুসন্ধান করতে আসে। ইযকেয়িলে 37:18-এ ঈশ্বর ইযকেয়িলকে বলেন: "যখন তোমার জাতির সন্তানরা তোমাকে বলবে, 'এইগুলির দ্বারা তুমি কী বোঝাতে চাও, তা কি তুমি আমাদের দেখাবে না?'" চব্বিশতম অধ্যায়ে জনগণ সরাসরি জিজ্ঞাসা করে: "তুমি যা করছ, এই বিষয়গুলি আমাদের জন্য কী অর্থ বহন করে, তা কি তুমি আমাদের বলবে না?" এই পাঁচটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে প্রবীণরা বা জনগণ লাওদিকিয়ীয় অবস্থায় রয়েছে।

> আর তিনি বললেন, যাও, এবং এই জাতিকে বল, তোমরা সত্যই শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; এবং সত্যই দেখবে, কিন্তু উপলব্ধি করবে না। এই জাতির হৃদয় স্থূল কর, এবং তাহাদের কর্ণ ভারী কর, এবং তাহাদের চক্ষু মুদিয়া দাও; পাছে তাহারা আপন আপন চক্ষু দ্বারা দেখে, এবং আপন আপন কর্ণ দ্বারা শোনে, এবং হৃদয় দ্বারা বুঝে, এবং ফিরিয়া আসে, এবং আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। যিশাইয় ৬:৯, ১০।

লোকদের শুনেও না-শোনার পাঁচটি চিত্রায়ণ, এবং লোকদের দেখেও না-দেখার পাঁচটি চিত্রায়ণ, যিশাইয়ের সাক্ষ্যে যারা দেখতে ও শুনতে অস্বীকার করে তাদের পাঁচটি ধাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

> কিন্তু সদাপ্রভুর বাক্য তাদের কাছে এইরূপই হল, 'বিধানের পর বিধান, বিধানের পর বিধান; পংক্তির পর পংক্তি, পংক্তির পর পংক্তি; এখানে অল্প, সেখানে অল্প'; যাতে তারা গিয়ে পশ্চাতে পড়ে, চূর্ণবিচূর্ণ হয়, ফাঁদে আটকায়, এবং ধরা পড়ে। যিশাইয় ২৮:১৩।
>
> আর তাদের মধ্যে অনেকে হোঁচট খাবে, এবং পড়ে যাবে, এবং চূর্ণবিচূর্ণ হবে, এবং ফাঁদে পড়বে, এবং ধরা পড়বে। যিশাইয় 8:15।

নিদর্শনসমূহ

ইযকেয়িলের চব্বিশতম অধ্যায়ে, অবরোধের সূচনা এবং ইযকেয়িলের স্ত্রীর মৃত্যু দিয়ে যে সময়কাল আরম্ভ হয়—তাঁর চোখের কাম্য বস্তু—তা যিরূশালেমের মৃত্যুতে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের চোখের কাম্য বস্তুর মৃত্যুতে, সমাপ্ত হয়। দেড় বছরের সেই অবরোধের মধ্যে আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বিদ্যমান, এবং এই সময়কাল একটি চিহ্ন দিয়ে শুরু হয় ও একটি চিহ্ন দিয়েই শেষ হয়। ইযকেয়িলে চব্বিশের ন্যায়, যীশু মথি চব্বিশে অবরোধের চিহ্ন নির্দেশ করেন।

> খ্রীষ্টের বাক্যসমূহ বহু লোকের শ্রবণে উচ্চারিত হয়েছিল; কিন্তু তিনি যখন একা ছিলেন, তখন পিতর, যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয় তাঁহার কাছে এলেন, যখন তিনি জিলপাই পর্বতের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা বললেন, "আমাদিগকে বলুন, এই সকল বিষয় কবে ঘটিবে? এবং আপনার আগমনের ও জগতের শেষের চিহ্ন কী হইবে?" যীশু যিরূশালেমের ধ্বংস ও তাঁহার আগমনের মহান দিবস—এই দুই বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে উত্তর দিলেন না। তিনি এই দুই ঘটনার বর্ণনা একত্র মিশ্রিত করিলেন। তিনি যদি ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ তাঁহার দৃষ্টিতে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট উন্মুক্ত করিতেন, তবে তাঁহারা সেই দৃশ্য সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না। তাঁহাদের প্রতি করুণাবশত তিনি এই দুই মহাসংকটের বর্ণনা একত্র মিলাইয়া দিলেন,

এবং অর্থ অনুধাবনের জন্য শিষ্যদিগকেই নিজে নিজে অনুসন্ধান করিতে ছাড়িয়া দিলেন। যখন তিনি যিরূশালেমের ধ্বংসের প্রতি নির্দেশ করিলেন, তখন তাঁহার ভাববাণীমূলক বাক্য সেই ঘটনাকে অতিক্রম করিয়া সেই দিবসের চূড়ান্ত মহাদাহ পর্যন্ত পৌঁছাইল, যেদিন প্রভু আপন স্থান হইতে উঠিয়া জগতকে তাহাদের অধর্মের জন্য শাস্তি দিবেন, যেদিন পৃথিবী আপন রক্ত প্রকাশ করিবে, এবং আপন নিহতদের আর আচ্ছাদিত করিবে না। এই সমগ্র ভাষণ কেবল শিষ্যদিগের জন্যই দেওয়া হয় নাই, বরং তাহাদের জন্যও দেওয়া হইয়াছিল, যাহারা পৃথিবীর ইতিহাসের অন্তিম দৃশ্যাবলীতে জীবিত থাকিবে।

শিষ্যদের দিকে ফিরে খ্রীষ্ট বললেন, 'সাবধান, যেন কেউ তোমাদের প্রতারণা না করে। কারণ অনেকে আমার নামে এসে বলবে, আমি খ্রীষ্ট; এবং অনেককে প্রতারিত করবে।' অনেক মিথ্যা মশীহ আবির্ভূত হবে, অলৌকিক কার্য সাধনের দাবি করবে, এবং ঘোষণা করবে যে ইহুদি জাতির মুক্তির সময় এসে গেছে। এরা অনেককে বিভ্রান্ত করবে। খ্রীষ্টের বাক্য পরিপূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে যিরূশালেম অবরোধ পর্যন্ত অনেক মিথ্যা মশীহ আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু এই সতর্কবাণী তাদেরও দেওয়া হয়েছিল, যারা জগতের এই যুগে বাস করে। যিরূশালেম ধ্বংসের পূর্বে যে একই প্রতারণাগুলি কার্যকর ছিল, যুগে যুগে সেগুলিই কার্যকর হয়েছে, এবং আবারও কার্যকর হবে।

"'আর তোমরা যুদ্ধের সংবাদ ও যুদ্ধের গুজব শুনবে; দেখো, বিচলিত হয়ো না; কারণ এই সমস্তই অবশ্য ঘটবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়।' যিরূশালেমের ধ্বংসের পূর্বে মানুষ প্রাধান্যের জন্য সংগ্রাম করছিল। সম্রাটদের হত্যা করা হয়েছিল। যারা সিংহাসনের একেবারে নিকটে অবস্থান করছে বলে মনে করা হতো, তাদেরও বধ করা হয়েছিল। যুদ্ধ ছিল এবং যুদ্ধের গুজবও ছিল। খ্রিস্ট বলেছিলেন, 'এই সমস্তই অবশ্য ঘটবে, কিন্তু শেষ [একটি জাতি হিসেবে ইহুদি জাতির] তখনও নয়। কারণ জাতির বিরুদ্ধে জাতি, এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে; আর বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প হবে। এই সমস্তই যন্ত্রণার সূচনা।' খ্রিস্ট বলেছিলেন, রাব্বিরা যখন এই লক্ষণগুলি দেখবে, তখন তারা ঘোষণা করবে যে তাঁর মনোনীত প্রজাদের দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখার জন্য জাতিসমূহের উপর এগুলি ঈশ্বরের বিচার। তারা ঘোষণা করবে যে এই লক্ষণগুলিই মশীহের আবির্ভাবের চিহ্ন। প্রতারিত হয়ো না; এগুলি তাঁর বিচারসমূহের সূচনা। লোকেরা নিজেদের দিকেই দৃষ্টি রেখেছে। তারা অনুতাপ করেনি এবং মনপরিবর্তিত হয়ে ফিরে আসেনি, যাতে আমি তাদের সুস্থ করি। যে লক্ষণগুলিকে তারা তাদের দাসত্বমুক্তির চিহ্ন বলে উপস্থাপন করে, সেগুলিই তাদের ধ্বংসের লক্ষণ।" The Desire of Ages, 628.

৬৬ খ্রিস্টাব্দে জেরুসালেমে অবরোধের মধ্যে রোম তাদের পতাকাগুলি পবিত্রস্থান-প্রাঙ্গণে স্থাপন করার চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৬৬ থেকে ৭০ খ্রিস্টাব্দ সময়পর্বের ঘটনাবলি সম্পর্কে যীশুর মন্তব্য ৭০ খ্রিস্টাব্দের ধ্বংসকে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সঙ্গে সমান্তরাল করেছে; এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সঙ্গে একটি চিহ্ন যুক্ত রয়েছে।

"শীঘ্রই আমাদের দৃষ্টি পূর্বদিকে আকৃষ্ট হল, কারণ সেখানে মানুষের হাতের প্রায় অর্ধেক আকারের একটি ছোট কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল, যেটি আমরা সকলে জানতাম মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন।" The Day Star, 1846.

খ্রিস্টাব্দ ৬৬ থেকে ৭০ সালের ইতিহাসের সূচনা ও সমাপ্তিতে অবরোধের সূচনা এবং নগরের ধ্বংসের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি চিহ্ন নিহিত আছে, যা খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ ও ৫৮৬ সালে নয়নের আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর আলফা ও ওমেগা-চিহ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দড়ে বছররে অবরোধরে ইতহিাস শষেকালরে জন্য একটি "চহ্নি"। ইযকিলেরে ইতহিাসে প্রতফিলতি মূর্খ কুমারীরা তাদরে সমান্তরাল প্রতরিূপ খুঁজে পায় সইে জ্ঞানী কুমারীদরে ইতহিাসে, যারা ৬৬ খ্রস্টিাব্দে অবরোধরে চহ্নি দখেছেলি এবং নরিাপত্তার জন্য পালয়িে গয়িছেলি। দড়ে বছররে অবরোধ সইে চহ্নি, যা উপাসকদরে দুই শ্রণেকিে প্রকাশ কর।ে এক শ্রণেি এই চহ্নি বুঝব;ে অপর শ্রণেি—যাদরেকে যশিাইয় "অনকেে" বলে উপস্থাপন করছেনে—দখেবে না বা শুনবে না।

অনকেে এবং অল্পজন

> তখন রাজা দাসদরে বললনে, তার হাত-পা বঁধেে তাকে নয়িে যাও, এবং বহরিন্ধকারে নক্ষিপে কর; সখোনে ক্রন্দন ও দাঁত কড়িমড়ি করা হব।ে কারণ অনকেকে আহ্বান করা হয়, কন্তিু মনোনীত অল্প। মথি ২২:১৩, ১৪।
>
> এইরূপে শষেরো প্রথম হব,ে এবং প্রথমরো শষে: কারণ অনকেে আহূত, কন্তিু অল্পসংখ্যক মনোনীত। মথি ২০:১৬।

দখো ও শোনা

ইযকিলেরে গ্রন্থে অভনিীত উপমা পাঁচটি রয়ছে,ে এবং আরও পাঁচবার ইযকিলে নতেৃবর্গ ও জনগণরে সঙ্গে কথা বলছেনে। এই দুই সাক্ষী সইে পাঁচ মূর্খ কুমারীকে সনাক্ত কর,ে যারা 'দখেতে' অস্বীকার করে এবং 'শুনতে' অস্বীকার কর।ে যীশু, যনিি যহিূদা বংশরে সংহিরূপে তাঁর ভবষ্যিদ্বাণীমূলক বাক্য উন্মোচতি করনে, তখন যে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তারা সইে জ্ঞান দখেতে বা শুনতে অস্বীকার কর।ে

বশ্বি দখেবে এবং শুনবে

> হে জগতরে সকল অধবিাসী, এবং পৃথবিীর সকল বাসন্দিা, তোমরা দখে, যখন তনিি পর্বতসমূহরে উপর এক ধ্বজা উত্তোলন করনে; এবং যখন তনিি তূরীধ্বনি করনে, তখন তোমরা শ্রবণ কর। যশিাইয় ১৮:৩।
>
> আর সইে দনিে বধরিরো পুস্তকরে বাক্য শুনব,ে এবং অন্ধদরে চক্ষু অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও ঘোর তমসার মধ্য হইতে দখেবি।ে যশিাইয় 29:18।

আমার মূর্খ ও অবোধ প্রজাদরে কোনো জ্ঞান নইে

> আর কতকাল আমি সইে পতাকা দখেবি, এবং তূর্যরে ধ্বনি শুনবি? কারণ আমার প্রজা মূর্খ; তারা আমাকে জানে নাই; তারা বোধহীন সন্তান, এবং তাদরে কোনও ববিচেনা নাই: তারা মন্দ করতিে জ্ঞানী, কন্তিু সৎকর্ম করতিে তাদরে কোনও জ্ঞান নাই। যরিমযি় ৪:২১, ২২।
>
> এ কথা যাকোবরে গৃহে ঘোষণা করো, এবং যহিূদায় প্রচার করো, বলো, এখন এটি শোনো, হে মূর্খ প্রজা, এবং বোধশূন্য; যাদরে চোখ আছ,ে তবু দখেে না; যাদরে কান আছ,ে তবু শোনে না। যরিমযি় ৫:২০, ২১।

বদ্রিোহী গৃহ

> আর সদাপ্রভুর বাক্য আমার কাছে উপস্থতি হয়ে বলল, হে মনুষ্যপুত্র, তুমি এক বদ্রিোহী গৃহরে মধ্যে বাস কর; তাদরে দখেবিার জন্য চোখ আছ,ে তবু তারা দখেে না;

শুনবিার জন্য কান আছে, তবু তারা শোনে না; কারণ তারা এক বিদ্রোহী গৃহ। ইজেকিয়েল ১২:১, ২।

এই জন্য আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তে কথা বলি; কারণ তারা দেখে, তবু দেখে না; এবং শোনে, তবু শোনে না, আর বোঝেও না। আর তাদের মধ্যে যিশাইয়ের এই ভাববাণী পূর্ণ হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে, 'শুনতে শুনতে তোমরা শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; এবং দেখতে দেখতে তোমরা দেখবে, কিন্তু উপলব্ধি করবে না। কারণ এই জাতির হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে, এবং তাদের কর্ণ শ্রবণে মন্দ হয়েছে, আর তারা নিজেদের চোখ বন্ধ করেছে; পাছে কোনো সময় তারা চোখে দেখে, কর্ণে শোনে, হৃদয়ে বোঝে, এবং পরিবর্তিত হয়, আর আমি তাদের সুস্থ করি।'

কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলছি, বহু ভাববাদী ও ধার্মিক ব্যক্তি তোমরা যা দেখছ তা দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা দেখেননি; এবং তোমরা যা শুনছ তা শুনবিার জন্যও আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা শোনেননি। মথি 13:13–17।

প্রাচীন পথসমূহ

সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা পথে দাঁড়াও, এবং দেখ, এবং প্রাচীন পথসমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় সেই উত্তম পথ, এবং তাতেই চল; তাহলেই তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম লাভ করিবে। কিন্তু তারা বলিল, আমরা তাতে চলিব না। আরও আমি তোমাদের উপরে প্রহরী স্থাপন করিলাম, বলিয়া, তূর্যের ধ্বনি শ্রবণ কর। কিন্তু তারা বলিল, আমরা শ্রবণ করিব না। যিরমিয় 6:16, 17.

১৮৪০–১৮৪৪ সালের বার্তা

"১৮৪০–১৮৪৪ সাল থেকে প্রদত্ত সমস্ত বার্তাকে এখন শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করতে হবে, কারণ অনেক লোক তাদের দিশা হারিয়ে ফেলেছে। এই বার্তাগুলি সকল গির্জার কাছে পৌঁছাতে হবে। "

"খ্রীষ্ট বলেছিলেন, 'ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক ব্যক্তি তোমরা যা দেখিতেছ, তা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু দেখে নাই; এবং তোমরা যা শুনিতেছ, তা শুনবিার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু শুনে নাই' [মথি 13:16, 17]। ধন্য সেই সকল চোখ, যাহারা 1843 ও 1844 সালে দেখা বিষয়সমূহ দেখিয়াছিল।"

"বার্তাটি প্রদান করা হয়েছে। আর এই বার্তাটি পুনরাবৃত্তি করতে কোনো বিলম্ব হওয়া উচিত নয়, কারণ সময়ের নির্দেশনসমূহ পরিপূর্ণ হচ্ছে; সমাপন-কার্য অবশ্যই সম্পন্ন হতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে এক মহান কাজ সম্পন্ন হবে। শীঘ্রই ঈশ্বরের নিযুক্তিতে এমন এক বার্তা প্রদান করা হবে, যা স্ফীত হয়ে এক উচ্চস্বরে আহ্বানে পরিণত হবে। তখন দানিয়েল তার নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াবে, তার সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য।" Manuscript Releases, volume 21, 437.

অবরোধের চিহ্ন

যিহিষ্কেলের পুস্তকে পাঁচবার এমন ঘটেছে, যখন তিনি এমন এক দৃষ্টান্ত 'অভিনয়ের মাধ্যমে' প্রকাশ করেছিলেন, যা লোকেরা দেখতে অস্বীকার করেছিল; এবং আরও পাঁচবার

তিনি সেই লোকদের সঙ্গে ‘কথা’ বলছিলেন, যারা শুনতে অস্বীকার করছিল। অভিনীত দৃষ্টান্ত এবং বচনের এই দুই সাক্ষী পাঁচ মূর্খ কুমারীর সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছিল। চতুর্থ অধ্যায়ে অবস্থিত অভিনীত দৃষ্টান্তগুলির একটি অবরোধের “চিহ্ন”-কে উপস্থাপন করে, যা আগত ধ্বংসের বিষয়ে সতর্ক করে। যিহিষ্কেলের বার্তাই লাওদিকিয়ার প্রতি বার্তা।

লাওদিকিয়ার জন্য প্রদত্ত “চিহ্ন” হলো ‘অবরোধের চিহ্ন’; এবং অন্তিম দিনের সেই অবরোধকে কয়েকজন সাক্ষীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। খ্রিষ্টের দিনের ইহুদিদের কাছে যে একমাত্র চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল যোনার চিহ্ন; যোনা এক মহামাছের উদরে তিন দিন অবস্থানের এক অভিনীত দৃষ্টান্তের প্রতিরূপ।

> তখন শাস্ত্রজ্ঞদের ও ফারিসীদের মধ্যে কতকজন উত্তর দিয়ে বলল, গুরু, আমরা তোমার কাছ থেকে একটি নিদর্শন দেখতে চাই। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, এক দুষ্ট ও ব্যভিচারিণী প্রজন্ম নিদর্শন খোঁজে; এবং ভাববাদী যোনার নিদর্শন ছাড়া তাকে আর কোনো নিদর্শন দেওয়া হবে না। কারণ যোনা যেমন তিমির উদরে তিন দিন ও তিন রাত্রি ছিল, তেমনই মনুষ্যপুত্রও পৃথিবীর অন্তঃস্থলে তিন দিন ও তিন রাত্রি থাকবেন। মথি 12:38–40.

ইয়োনার চিহ্ন

যোনার চিহ্ন ছিল মৃত্যুর মধ্য থেকে পুনরুত্থানের এক অভিনীত উপমা। যোহনও একই সত্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, কারণ তাঁকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এবং তিনি সেখান থেকে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন। সিংহগহ্বরে দানিয়েল এবং নবূখদ্নৎসরের অগ্নিকুণ্ডে সেই তিনজন যোগ্য ব্যক্তি—উভয়ই মৃত্যুর মধ্য থেকে এক পুনরুত্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। এ সকলই প্রকাশিতবাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে পুনরুত্থিত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতিনিধিত্ব করে।

> “ত্রাণকর্তার চিন্তা এখন অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে মনন থেকে ফিরে এল। লোকেরা তাদের মনে সৃষ্ট ধারণা অনুযায়ী, এবং তাদের যে আলো ছিল তার অনুসারে, তারা যা দেখেছিল ও শুনেছিল তার ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী থাকাকালীন, ‘যীশু উত্তর করে বললেন, এই শব্দ আমার জন্য আসে নাই, কিন্তু তোমাদের জন্য।’ এটি ছিল তাঁর মশীহত্বের সর্বোচ্চ প্রমাণ, পিতার সেই সংকেতে যে যীশু সত্য উচ্চারণ করছেলিনে, এবং তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। ইহুদিরা কি উচ্চ স্বর্গের এই সাক্ষ্য থেকে মুখ ফিরাইবে? তারা একসময় ত্রাণকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা যেন দেখি ও বিশ্বাস করি, সেই জন্য তুমি কোন চিহ্ন দেখাও? খ্রীষ্টের সমগ্র পরিচর্যার সময় অগণিত চিহ্ন দেওয়া হইয়াছিল; তবু তারা তাদের চোখ বন্ধ করিয়াছিল এবং তাদের হৃদয় কঠোর করিয়াছিল, পাছে তারা প্রত্যয়প্রাপ্ত হয়। লাযারকে পুনরুত্থিত করার সর্বোচ্চ অলৌকিক ঘটনাও তাদের অবিশ্বাস দূর করে নাই, বরং তাদেরকে অধিকতর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করিয়াছিল; এবং এখন পিতা কথা বলিবার পর, এবং তারা আর কোনো অতিরিক্ত চিহ্ন দাবি করিতে না পারিবার পরও, তাদের হৃদয় কোমল হইল না এবং তারা তখনও বিশ্বাস করিতে অস্বীকার করিল।” স্পিরিট অব প্রফেসি, খণ্ড ৩, ৭৯।

লাযারুস ছিল পুনরুত্থানের সেই চিহ্ন, যা যোনা তিমির উদরে অবস্থানকালে অভিনীত হয়েছিল। পুনরুত্থিত লাযারুসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পিতার কণ্ঠস্বর দেবত্ব ও মানবত্বের সংযুক্তিকে উপস্থাপন করে, যা অবশ্যই খ্রিস্টের স্বভাব, যিনি নিজে উপর মানবদেহ ধারণ করেছিলেন। মানবত্বের সঙ্গে দেবত্বের এই সংযুক্তিই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকা,

এবং লাযারুস হলো সেই পুনরুত্থান-শক্তির চিহ্ন, যা স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সংযুক্তি সম্পন্ন করে।

> "লাযারকে জীবিত করে তোলার দ্বারা, অনেকে যীশুতে বিশ্বাস করতে পরিচালিত হয়েছিল। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল যে ত্রাণকর্তা আসার পূর্বেই লাযার মরবে এবং সমাধিতে শয়ন করানো হবে। লাযারকে জীবিত করে তোলা ছিল খ্রিস্টের মুকুটস্বরূপ অলৌকিক কার্য, এবং এর কারণে অনেকে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেছিল।" Manuscript Releases, volume 21, 111.

লাযারুস যিরূশালেমে বিজয়ময় প্রবেশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এবং তিনি ছিলেন পুনরুত্থানের সেই জীবন্ত "চিহ্ন", যা যোনা দ্বারা চিত্রিত হয়েছে।

> "লাজার, যার দেহে কবরে পচন দেখেছিল, কিন্তু যে এখন গৌরবময় পুরুষত্বের শক্তিতে আনন্দিত ছিল, সেই ত্রাণকর্তা যে জন্তুর উপর আরোহণ করেছিলেন, তাকে নিয়ে চলেছিল।" The Desire of Ages, 572.

বিজয়োল্লাসময় প্রবেশ এক্সেটোর শিবির-সমাবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ছিল দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের আলফা-পরিপূর্ণতা; এবং সেইজন্য এটি যোনাহ ও লাযারের "নিদর্শন"-কে বার্তার এই ঘোষণার ওমেগা ও পরিপূর্ণ পরিপূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে: "দেখ, বর আসিতেছেন!"

> "দশ কুমারীর উপমার প্রতি আমাকে প্রায়ই নির্দেশ করা হয়; তাদের মধ্যে পাঁচজন জ্ঞানবতী, এবং পাঁচজন মূর্খ। এই উপমাটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণ হবে; কারণ এই সময়ের জন্য এর একটি বিশেষ প্রয়োগ রয়েছে, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ন্যায়, এটি পূর্ণ হয়েছে এবং সময়ের শেষ পর্যন্ত বর্তমান সত্যরূপে অব্যাহত থাকবে।" Review and Herald, August 19, 1890.

যোনাহ, লাযার এবং স্যামুয়েল স্নো—এক্সেটোর শিবির-সভায় দেরিতে এসে উপস্থিত হওয়া—যিহিষ্কেলের "অবরোধের নিদর্শন"-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লাযার একটি গাধার পিঠে খ্রিস্টকে নিয়ে যিরূশালেমে প্রবেশ করিয়েছিল।

> "১৮৪৪ সালের আগস্ট মাসে এক্সেটোর (নিউ হ্যাম্পশায়ার)-এর শিবির-সমাবেশে বেটেস ছিলেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা, সেই সময়ই প্রথম 'সত্য মধ্যরাত্রির আহ্বান' উপস্থাপিত হয়। ঘটনাক্রমে, ওই দিনের প্রাতঃকালীন শিবির-সেবার জন্য নির্বাচিত প্রচারক ছিলেন বেটেস। তিনি তাঁর শ্রোতাদের বিশ্বস্ত থাকতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন এবং শান্তভাবে তাদের আশ্বস্ত করছিলেন যে ঈশ্বর কেবল তাদের পরীক্ষা করছেন, তারা বিলম্বকালের মধ্যে রয়েছে, এবং অনুরূপ অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন—এমন সময় স্যামুয়েল এস. স্নো অশ্বারোহণ করে শিবিরে এসে পৌঁছালেন। তাঁর বোন, মিসেস জন কাউচের পাশে আসন গ্রহণ করে, স্নো পুনরায় তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন যে নির্ধারিত সময়েই খ্রিস্ট আবির্ভূত হবেন। গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে, মিসেস কাউচ উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'এখানে ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তাসহ একজন ব্যক্তি আছেন!'—এভাবে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করে তুললেন।" লেরয় ফ্রুম, The Prophetic Faith of our Fathers, খণ্ড ৪, ৫৪৯।

১৫২১ সালের এপ্রিল মাসে মার্টিন লুথার ঘোড়ায় টানা একটি গাড়িতে করে ডায়েট অব ওয়ার্মস-এ যাত্রা করেন, যেখানে তিনি পাপীয় ঐতিহ্য ও প্রথাগুলি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন, "যদি না আমাকে শাস্ত্রের সাক্ষ্য দ্বারা অথবা সুস্পষ্ট যুক্তির দ্বারা

নশ্চিতি করা হয়... তবে আমি কোনো কিছুই প্রত্যাহার করতে পারি না এবং করবও না, কারণ বিবেকের বিরুদ্ধে চলা নিরাপদও নয়, সঠিকও নয়। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আমি অন্য কিছু করতে পারি না। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন। আমেন।”

যেমন ফরীশিরা খ্রিস্টের বিজয়ময় প্রবেশের বিরোধিতা করেছিল, তেমনি পাপীয় কর্তৃপক্ষ লুথারের প্রবেশের বিরোধিতা করেছিল। এরপর লুথার তাঁর নাম পরিবর্তন করেন (যা সীলমোহরের একটি প্রতীক) এবং আত্মগোপন করে থাকেন, সেই সময় তিনি জার্মান ভাষায় নতুন নিয়ম অনুবাদ করেন। ওয়ার্মসের ডায়েটে তাঁর উপস্থিতি সেই মধ্যরাত্রির আহ্বানের প্রতিরূপ ছিল, যা তৎকালীন গির্জা-রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডের ফরমানের দিকে পরিচালিত করেছিল, এবং এভাবে তা রবিবার-আইনের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। ‘ইউঙ্কার ইয়র্গ’ নামের অধীনে দশ মাস আত্মগোপনে থাকার পর, কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আসা হুমকি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, প্রধানত দুর্নীতিগ্রস্ত চার্লস পঞ্চমের সম্মুখীন দুটি সামরিক সমস্যার কারণে। সেই দুটি সামরিক হুমকি ছিল ফ্রান্স এবং ইসলাম, যা আজ মানবজাতির মুখোমুখি হওয়া সমাজতন্ত্র ও ইসলামের একই অপবিত্র জোটের প্রতিনিধিত্ব করে।

> “পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্য, যুগে যুগে, প্রতিটি মহান সংস্কার বা ধর্মীয় আন্দোলনে এক লক্ষণীয় সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের আচরণের নীতিসমূহ সর্বদাই একই থাকে। বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলোর অতীতের আন্দোলনগুলোর মধ্যে তাদের সমান্তরাল আছে, এবং পূর্বতন যুগসমূহে মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা আমাদের নিজস্ব সময়ের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা বহন করে।” The Great Controversy, 343.

লাযারুসের দ্বারা পরিচালিত একটি গাধা খ্রিস্টকে যিরূশালেমে নিয়ে এসেছিল, ঘোড়ায় টানা একটি গাড়ি লুথারকে ডায়েট অব ওয়ার্মসে নিয়ে গিয়েছিল, এবং একটি ঘোড়া স্নোকে এক্সেটার শিবির-সভায় নিয়ে গিয়েছিল; এভাবে “Equus” গণের “Equidae” পরিবারের অন্তর্গত গাধা ও ঘোড়া—উভয়কেই মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের বার্তার চিহ্ন হিসেবে শনাক্ত করা হয়।

> হে সিয়োন-কন্যা, অত্যন্ত আনন্দ কর; হে যিরূশালেম-কন্যা, উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি কর: দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসিতেছেন; তিনি ন্যায়পরায়ণ, এবং পরিত্রাণসহ; নম্র, এবং গাধার উপরে, অর্থাৎ গাধীর শাবক বাচ্চার উপরে আরূঢ়। সখরিয় ৯:৯।

মধ্যরাত্রির আহ্বান-বার্তার চিহ্ন হলো গাধা বা ঘোড়ার আগমন, যা উভয়ই ইসলামের প্রতীক। মধ্যরাত্রির আহ্বানের সত্য বার্তার মনোনীত দূত ঘোড়ার ওপর আগমন করেছিলেন, যেমন খ্রিস্ট গাধার ওপর আগমন করেছিলেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। অন্তিম কালের “অবরোধ” চিহ্নিত হয় এই পরিপূর্তির দ্বারা যে, এলেন হোয়াইট ন্যাশভিল নগরীকে “অগ্নিগোলক” দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্ট করেছিলেন।

অবরোধটি কেন ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকগুলো থেকে শুরু হয়? তা কি এই কারণে যে, ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব গাধা ও ঘোড়ার দ্বারা করা হয়েছে?

স্মির্না

সম্রাট নিরো ৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রোম নগরী দগ্ধ হওয়ার সময় স্মুর্ণার মণ্ডলীর সূচনাকে চিহ্নিত করেন। এই তারিখটি খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর ওপর নির্যাতনের সেই পর্বের সূচনা নির্দেশ করে, যা দুই শত পঞ্চাশ বছরের এক সময়কালে সংঘটিত হয়ে ৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে মিলানের

ফরমানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। পশুর প্রতিমূর্তির গঠন সেই আলফা ওয়োর্ককে উপস্থাপন করে, যা এমন এক সময়পর্বের সূচনা করে, যার সমাপ্তি একটি ওমেগা ওয়োর্কে, যা শীঘ্র-আগত রবিবারের আইনকালে পশুর চিহ্ন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। এই সময়পর্বটিকে "ফরমানসমূহ" দিয়ে শুরু হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> "আসন্ন সংঘাতে যে সকল কার্যকরী উপায় প্রয়োগ করা হবে, পাঠক যদি সেগুলি বুঝতে চান, তবে অতীত যুগে একই উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য রোম যে উপায় অবলম্বন করেছিল, তার বিবরণ অনুসরণ করলেই তাঁর যথেষ্ট হবে। পাপস্টি ও প্রোটেস্ট্যান্টরা একত্রিত হয়ে যারা তাদের মতবাদসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, তাদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করবে, তা যদি তিনি জানতে চান, তবে সাব্বাথ এবং তার সমর্থকদের প্রতি রোম যে মনোভাব প্রকাশ করেছিল, তা তিনি লক্ষ করুন।"
>
> "রাজকীয় ফরমান, সাধারণ পরিষদসমূহ, এবং ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার দ্বারা সমর্থিত গির্জার বিধিবিধান—এইগুলিই ছিল সেই ধাপ, যেগুলির মাধ্যমে পৌত্তলিক উৎসবটি খ্রিষ্টীয় জগতে তার সম্মানজনক অবস্থানে উপনীত হয়েছিল। রবিবার পালনের বাধ্যবাধকতা আরোপকারী প্রথম প্রকাশ্য ব্যবস্থা ছিল কনস্টান্টাইনের প্রণীত আইন। (খ্রি. ৩২১; পৃষ্ঠা ৫৩-এর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) এই ফরমান নগরবাসীদের 'সূর্যের পূজনীয় দিনে' বিশ্রাম করতে বাধ্য করেছিল, কিন্তু গ্রামবাসীদের তাদের কৃষিকাজ অব্যাহত রাখার অনুমতি দিয়েছিল। যদিও কার্যত এটি ছিল একটি পৌত্তলিক বিধি, তথাপি খ্রিষ্টধর্মের প্রতি তাঁর নামমাত্র গ্রহণের পর সম্রাট এটি কার্যকর করেছিলেন।" The Great Controversy, 574.

স্মুর্না মণ্ডলী থেকে পের্গামোস মণ্ডলীতে রূপান্তরকে চিহ্নিতকারী প্রথম রাজকীয় ফরমান ছিল ৩১৩ সালের মিলানের ফরমান। এটি সেই প্রথম পদক্ষেপকে নির্দেশ করেছিল, যা ৩২১ সালের প্রথম রবিবার-বিধির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। যিরূশালেমের ধ্বংস রবিবার-বিধির প্রতিরূপ, এবং দুটি ভাববাণীমূলক সাক্ষী এমন এক অবরোধকে শনাক্ত করে, যা ধ্বংসের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। ৫৮৭ খ্রিষ্টপূর্বে বাবিলনের তৃতীয় অবরোধ এবং ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমের দ্বিতীয় অবরোধ দ্বারা চিত্রিত সেই দুই অবরোধ এই বিষয়টি নির্দেশ করে যে, রবিবার-বিধির পথচিহ্নের পূর্ববর্তী পথচিহ্ন—একটি ভাববাণীমূলক অবরোধ।

নেবূখদনেসর যিহোয়াকীমের বিরুদ্ধে অবরোধ স্থাপন করেছিলেন, তারপর যিহোয়াখীন, এবং শেষে সিদিকিয়ের বিরুদ্ধে। কেস্টিয়ুস ৬৬ খ্রিস্টাব্দে অবরোধ স্থাপন করেছিলেন, এবং যীশু মণ্ডলীকে যে চিহ্ন দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেছিলেন; ঠিক যেমন খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সালের তৃতীয় অবরোধে ইযেকিয়েলের স্ত্রীর মৃত্যুর চিহ্ন উপস্থিত ছিল। যিরূশালেমের ধ্বংসের পূর্ববর্তী পথচিহ্ন হলো একটি অবরোধ, এবং সেটি একটি "চিহ্ন"ও বটে। ৩২১ সালের রবিবার-আইনের পূর্ববর্তী পথচিহ্ন ছিল মিলানের ফরমান, যেখানে নিন্দাবিহীন একটি মণ্ডলী (স্মির্না) থেকে আপসকামী মণ্ডলীর প্রতীক পার্গামোসে রূপান্তর সংঘটিত হয়েছিল।

অতএব মিলানের ফরমান একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অবরোধের সূচনা, এবং এটি একই সঙ্গে একটি চিহ্নও। এটি আরও নির্দেশ করে সেই স্থানকে, যেখানে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের লাওদিকিয়ীয় আন্দোলন রূপান্তরিত হয়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ফিলাদেলফীয় আন্দোলনে প্রবেশ করে।

ফিলাদেলফিয়া এবং স্মুর্ণা, প্রকাশিত বাক্যের সাতটি মণ্ডলীর মধ্যে কেবল এই দুইটিকেই নির্দেশ করে, যাদের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা নেই। এই সত্যটি পরবর্তীতে সেই রূপান্তরকেই

চিহ্নিত করে, যা সংগ্রামরত মণ্ডলী থেকে বিজয়ী মণ্ডলীতে উত্তরণের রূপান্তর। সেই রূপান্তর মিলানের ফরমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তিম-দিনের আন্দোলন সেই অষ্টম মণ্ডলীতে পরিণত হয়, যা সাতটির মধ্য থেকেই উদ্ভূত। ফিলাদেলফিয়া এবং স্মুর্ণাই আরও সেই একমাত্র দুই মণ্ডলী, যারা তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, যারা নিজেদেরকে যিহূদী বলে দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে তারা শয়তানের সমাজগৃহভুক্ত।

৩১৩-এর সেই পথচিহ্ন ১৮৪৪ সালের ১২ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এক্সেটার শিবির-সম্মেলনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিবির-সম্মেলন সমাপ্ত হলে, ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেই বার্তা জোয়ার-ঢেউয়ের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল জুড়ে বয়ে গিয়েছিল।

> "একটি জোয়ার-ঢেউয়ের ন্যায় এই আন্দোলন সমগ্র দেশময় বয়ে গেল। নগর থেকে নগরে, গ্রাম থেকে গ্রামে, এবং দূরবর্তী পল্লীপ্রদেশসমূহেও তা পৌঁছে গেল, যতক্ষণ না ঈশ্বরের প্রতীক্ষারত লোকেরা সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হলো। এই ঘোষণা উদীয়মান সূর্যের সম্মুখে প্রভাতের তুষারের মতো উন্মাদ-উৎসাহকে অপসারিত করল। বিশ্বাসীরা দেখল যে তাদের সন্দেহ ও বিভ্রান্তি দূর হয়েছে, এবং আশা ও সাহস তাদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করেছে। এই ক্রম সেই সব চরমতার থেকে মুক্ত ছিল, যা সর্বদাই প্রকাশ পায় যখন ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মার নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব ব্যতীত মানবীয় উদ্দীপনা থাকে। এর চরিত্র ছিল সেইসব অবমাননা ও সদাপ্রভুর প্রতি প্রত্যাবর্তনের ঋতুগুলোর অনুরূপ, যা প্রাচীন ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁর দাসদের তিরস্কারমূলক বার্তাসমূহের পর অনুসৃত হতো। এতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল, যা প্রত্যেক যুগে ঈশ্বরের কর্মকে চিহ্নিত করে। সেখানে উচ্ছ্বসিত পরমানন্দ ছিল অল্পই; বরং ছিল হৃদয়ের গভীর অনুসন্ধান, পাপস্বীকার, এবং জগৎকে পরিত্যাগ করা। প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি—এই ছিল যন্ত্রণাকাতর আত্মাগুলোর ভার। সেখানে ছিল অধ্যবসায়ী প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।" The Great Controversy, 400, 401.

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর যে দ্বারোধ ঘটেছিল, তা অচিরেই আসন্ন রবিবার-আইনের প্রতিরূপ; এবং ২২ অক্টোবরের সেই বন্ধ দ্বারের পূর্ববর্তী পথচিহ্ন ছিল এক্সেটার শিবির-সম্মেলন। অতএব, এক্সেটার শিবির-সম্মেলন মিলানের ফরমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি খ্রিষ্টের বিজয়ময় প্রবেশের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।

> "মধ্যরাত্রির আহ্বানটি তির্কের দ্বারা এতটা বহন করা হয়নি, যদিও শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ ছিল সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত। এর সঙ্গে এমন এক প্রেরণাদায়ক শক্তি ছিল যা আত্মাকে আন্দোলিত করত। সেখানে কোনো সন্দেহ ছিল না, কোনো প্রশ্নও ছিল না। খ্রিষ্টের যিরূশালেমে বিজয়োল্লাসপূর্ণ প্রবেশের উপলক্ষে, উৎসব পালনের জন্য দেশের সর্বত্র থেকে সমবেত হওয়া লোকেরা জলপাই পর্বতে ভিড় করল, এবং যখন তারা যীশুকে এগিয়ে নিয়ে চলা জনসমাবেশের সঙ্গে যুক্ত হলো, তখন তারা সেই ক্ষণের প্রেরণা গ্রহণ করল এবং এই ধ্বনি আরও উচ্চকিত করতে সহায়তা করল, 'ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আগমন করেন!' [Matthew 21:9.] একইভাবে, যারা অ্যাডভেন্টিস্ট সভাগুলোতে ভিড় করত—কেউ কৌতূহলবশত, কেউ বা কেবল উপহাস করার জন্য—তারা এই বার্তার সঙ্গে থাকা প্রত্যয়জনক শক্তি অনুভব করত, 'দেখ, বর আসিতেছেন!'" Spirit of Prophecy, volume 4, 250.

মিলানের ফরমান সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অবরোধকে চিহ্নিত করে, যার প্রতিরূপ দেখা গিয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব 587 সালে নবূখদ্নেৎসর এবং 66 খ্রিষ্টাব্দে সেস্টিয়ুসের মধ্যে। এই দুই অবরোধ যথাক্রমে খ্রিষ্টপূর্ব 586 সালে এবং 70 খ্রিষ্টাব্দে জেরুসালেমের ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। সেস্টিয়ুসের অবরোধের সমাপ্তি ঘটে এবং সাড়ে তিন বছর পরে তীতুসের অধীনে অবরোধ পুনরারম্ভ হয়; এভাবে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল প্রদান করা হয়, যা এক আলফা রোমীয় শাসক দিয়ে শুরু হয়ে এক ওমেগা শাসক দিয়ে শেষ হয়। সেই সাড়ে তিন বছর জেরুসালেমকে পাপাসির দ্বারা পদদলিত হওয়ার প্রতীক, এবং আসন্ন রবিবার আইনকেও নির্দেশ করে, যখন পাপাসির মারাত্মক ক্ষত আরোগ্য লাভ করে এবং সে আবার সাড়ে তিন প্রতীকী বছর রাজত্ব করে।

> কিন্তু মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণটি বাদ দাও, এবং তা পরিমাপ কোরো না; কারণ তা অজাতীয়দের কাছে সমর্পিত হয়েছে; আর তারা পবিত্র নগরীকে বেয়াল্লিশ মাস পদদলিত করবে। প্রকাশিত বাক্য ১১:২।

৫৩৮ সালে, এবং পরে আসন্ন রবিবার-আইনের সময়, যিরূশালেমকে পদদলিত করা শুরু হয়। ঐ দুটি রবিবার-আইনের প্রতিরূপ ছিল ৩২১ খ্রিষ্টাব্দ, যখন মহান কনস্টান্টাইন প্রথম রবিবার-আইন প্রণয়ন করেছিলেন। ৫৩৮ সালে, পাপাসি সাড়ে তিন বছরের জন্য ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করার (পদদলিত করার) ক্ষমতা লাভ করেছিল, যেমনটি সেস্টিয়াস থেকে টাইটাস পর্যন্ত ইতিহাস দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। ৫৩৮ সালে, পাপাসি অরলেয়াঁর তৃতীয় কাউন্সিলে একটি রবিবার-আইন প্রণয়ন করেছিল। অতি শীঘ্র আগত রবিবার-আইনটি নির্দেশ করে কখন পাপাসি আবার মন্দিরকে পদদলিত করতে (নির্যাতন করতে) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

৩১৩ সেই প্রথম ফরমানটিকে শনাক্ত করে, যা ৩২১ সালে প্রথম রবিবার-আইনের দিকে নিয়ে যায়। তারপর ৩৩০ সালে, সাম্রাজ্যটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়; এভাবে "বিয়াল্লিশ" প্রতীকী মাসব্যাপী পাপীয় নির্যাতনের দ্বিতীয় সময়পর্বের ওমেগা-উপসংহার চিহ্নিত হয়—এক নির্যাতন ও পদদলনের সময়পর্ব, যা যুক্তরাষ্ট্রে আলফা রবিবার-আইনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

> এবং তৃতীয় দূত তাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়ে উচ্চস্বরে বলিল, যদি কেহ সেই পশুকে ও তাহার প্রতিমূর্তিকে উপাসনা করে, এবং আপন ললাটে বা আপন হস্তে তাহার ছাপ গ্রহণ করে, তবে সেও ঈশ্বরের ক্রোধের দ্রাক্ষারস পান করিবে, যাহা তাঁহার রোষের পাত্রে অমিশ্রিতভাবে ঢালা হইয়াছে; এবং সে পবিত্র দূতগণের সম্মুখে ও মেষশাবকের সম্মুখে অগ্নি ও গন্ধকে যন্ত্রণাভোগ করিবে। আর তাহাদের যন্ত্রণার ধূম যুগে যুগে ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকিবে; এবং যাহারা সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্তিকে উপাসনা করে, এবং যাহারা তাহার নামের ছাপ গ্রহণ করে, তাহাদের দিনরাত্রি কোন বিশ্রাম নাই। এখানে সাধুগণের ধৈর্য; এখানে তাহারাই আছে, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে। প্রকাশিত বাক্য 14:9–12।

সমতলভূমি

'মিলান' শব্দটির লাতিন অর্থ হলো সমভূমির মধ্যভাগ। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যস্থলে, ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমের কনস্টান্টাইন পূর্বের লিসিনিয়াসের সঙ্গে একটি মৈত্রী-জোটের সন্ধান করেছিলেন। ঐ ফরমানটি পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্রে আনবার প্রচেষ্টার প্রতীক ছিল, এবং কনস্টান্টাইনের সৎবোন কনস্টান্টিয়ার সঙ্গে লিসিনিয়াসের বিবাহের মাধ্যমে, এক

সন্ধি-বিবাহ দ্বারা, সেই ফরমান অনুমোদিত হয়েছিল। তথাপি, দানিয়েল এগারো অধ্যায়ে উত্তরাঞ্চলের সেলেউসীয়দের এবং দক্ষিণাঞ্চলের টলেমির মধ্যে প্রথম সন্ধি-বিবাহের ন্যায়, এই বিবাহও ব্যর্থ হওয়ার জন্যই নির্ধারিত ছিল, যেমনটি সেই পুরাতন প্রবাদে বলা হয়েছে: 'পূর্ব পূর্বই, এবং পশ্চিম পশ্চিমই, এবং এ দুই কখনোই মিলিত হবে না।'

'৩৩০' সালটি সিরাসরি দানিয়েল এগারো অধ্যায়ের চব্বিশ, সাতাশ ও উনত্রিশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে। এর ফলে ৩১৩ থেকে ৩৩০ পর্যন্ত সতেরো বছর দানিয়েল এগারোর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখায় অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োজনবশত এটি ৩১৩ সালে পূর্ব ও পশ্চিমের সেই চুক্তিভিত্তিক বিবাহকে একই অধ্যায়ের প্রথম চুক্তিভিত্তিক বিবাহের সমান্তরাল হিসেবে শনাক্ত করে।

> "দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় তার সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতায় উপনীত হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতায় যে ইতিহাসের অনেকাংশ সংঘটিত হয়েছে, তা পুনরাবৃত্ত হবে।" Manuscript Releases, number 13, 394.

খ্রিষ্টপূর্ব ২৬১–২৪৬ অবধি শাসনকারী অ্যান্টিয়োকাস II থিওস, মিসরের টলেমি II ফিলাডেলফাসের কন্যা বেরেনিসিকে গ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রথম স্ত্রী লাওদিকি I-কে পরিত্যাগ করেছিলেন। এই বিবাহটি ছিল সেই শান্তি-চুক্তির অংশ, যা খ্রিষ্টপূর্ব ২৫২ সালে দ্বিতীয় সিরীয় যুদ্ধের অবসান ঘটায়। পরে ৩২৪ সালে কনস্টান্টাইন যখন লিসিনিয়াসকে পরাজিত করলেন, তখন সেই বিবাহেরও অবসান ঘটে, যেমন অ্যান্টিয়োকাস ও বেরেনিসের বিবাহের অবসান ঘটেছিল, যখন প্রথম স্ত্রী লাওদিকি খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৬ সালে অ্যান্টিয়োকাসকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। যে বিবাহ দ্বিতীয় সিরীয় যুদ্ধের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করেছিল, এবং অ্যান্টিয়োকাসের হত্যা, এবং পরে বেরেনিসি, তার সন্তান ও মিসরীয় অনুচরবর্গের হত্যাকাণ্ড তৃতীয় সিরীয় যুদ্ধের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। ৩১৩ সালের চুক্তিভিত্তিক বিবাহ স্মুর্নার মণ্ডলী দ্বারা প্রতিভূ নির্যাতনের সময়ের অবসান ঘটায় এবং পার্গামোসের মণ্ডলী দ্বারা প্রতিভূ আপসের সময়ের সূচনা করে।

সেলেউসীয় ইতিহাসের সূচনালগ্নের বিবাহটি সিলেউসীয় সাম্রাজ্যের অন্তিম পর্বে সংঘটিত সন্ধি-বিবাহের প্রতিরূপ ছিল, যখন অ্যান্টিয়োকাস দ্য গ্রেট তাঁর কন্যা ক্লিওপেট্রা I-কে টলেমি V এপিফানেসের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। এই বিবাহ ১৯৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাফিয়ায় সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু এই মৈত্রী শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যায়, যেমন উত্তর দেশের রাজা ও দক্ষিণ দেশের রাজার মধ্যে প্রথম সন্ধি-বিবাহটিও সমাপ্ত হয়েছিল। সেলেউসীয় সাম্রাজ্যের আলফা ও ওমেগা সন্ধি-বিবাহসমূহ, পরবর্তীকালে দানিয়েল এগারোর ভাববাণীমূলক ইতিহাসে উল্লিখিত সেই সন্ধি-বিবাহের প্রতিরূপ, যখন খ্রিস্টপূর্ব ৪০ সালে অক্টাভিয়ান তাঁর বোন অক্টাভিয়া মাইনরকে মার্ক অ্যান্টনির হাতে সমর্পণ করেছিলেন। মার্ক অ্যান্টনি ও অক্টাভিয়ান রোমের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, যা জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ডের ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালে শুরু হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪০ সালের সেই বিবাহে ব্রুন্ডিসিয়ামের সন্ধি কার্যকর করা হয়েছিল, এবং আট বছর পরে, খ্রিস্টপূর্ব ৩২ সালে, মার্ক অ্যান্টনি আনুষ্ঠানিকভাবে অক্টাভিয়াকে তালাক দেন এবং এর ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৩১ সালের অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়, যেখানে মার্ক অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা উভয়েরই, (একেবারে অন্তিম ক্লিওপেট্রা), পরিসমাপ্তি ঘটে।

সেলেউসিড সাম্রাজ্যের ওমেগা বিবাহ-চুক্তি প্রথম ক্লিওপেট্রাকে উপস্থাপন করেছিল, যিনি শেষে ক্লিওপেট্রার প্রতিরূপ ছিলেন; তাঁর বংশপরম্পরার রেখাই ৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান

সাম্রাজ্যের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলফা বিবাহ-চুক্তির সঙ্গে সংযোগসূত্র গঠন করেছিল। ঐ তিনটি চুক্তিভিত্তিক বিবাহ মিলানের ফরমানের চুক্তিভিত্তিক বিবাহের প্রতিরূপ। মিলানের ফরমান একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অবরোধের সূচনা চিহ্নিত করে; এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিদর্শনকে প্রতিনিধিত্ব করে; এটি এক ধার্মিক মণ্ডলী থেকে অধার্মিক মণ্ডলীতে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে, ফলে সাতের মধ্য হতে উদ্ভূত অষ্টম সত্তার দুর্বোধ্য রহস্যের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে। এটি এমন এক চুক্তিভিত্তিক বিবাহকে চিহ্নিত করে যা একটি যুদ্ধের অবসান ঘটায়, বিবাহ-চুক্তির বিচ্ছেদ পর্যন্ত; আর সেই বিচ্ছেদেই একটি যুদ্ধের সূচনা চিহ্নিত করে। দুইটি রোমান বিবাহে, বিবাহবিচ্ছেদে সাম্রাজ্যের একীকরণকে ত্বরান্বিত করে। ৩১৩ আরও এক্সটোর শিবির-সম্মেলনকেও চিহ্নিত করে, যেখানে মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের বার্তা-প্রচার শুরু হয় এবং ২২ অক্টোবরের রুদ্ধ দ্বারের দিকে পরিচালিত করে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই সত্যগুলো বিবেচনা করতে থাকব।